চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ

সুপ্রিয় তালুকদার

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ

সুপ্রিয় তালুকদার

প্রকাশক :
মিসেস টুকু তালুকদার
বনরূপা, রাঙ্গামাটি

প্রকাশকাল :
ফাল্গুন, ১৩৯৩
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ :
জাফার আহমাদ হানাফী

মুদ্রণে :
বর্ণরেখা
১০২, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম

মূল্য : ২০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার সকল স্বর্গীয় পরিজন
স্মরণে।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
পূর্ব কথা	৪
নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে চাকমা জাতি	১৩
ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি	২৭
ঐতিহাসিক কিছু তথ্য	৪১
উপসংহার	৫৬

পূর্ব কথা

পাহাড় ঘেরা গভীর অরণ্য ও সবুজ বনানী পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম যাহা বর্তমানে পার্বত্য রাংগামাটি, পার্বত্য বান্দরবান ও পার্বত্য খাগড়াছড়ি তিনটি জেলায় বিভক্ত এবং এই তিনটি জেলা লইয়া ইহা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এই অঞ্চলে চাকমা, মারমা ত্রিপুরা, তংচঙ্গ্যা, বোম, চাক, রিয়াং, উসুই, পাংখো, খুমি, লুসাই ও খ্যাং প্রভৃতি উপজাতি আনুমানিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। নৃতাত্বিক বিচারে সকল উপজাতিই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। ইহাদের মধ্যে চাকমা উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিক্ষাদীক্ষায় অন্যান্যদের চাইতে উন্নত। চাকমা উপজাতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম লিখিয়াছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন লুইন "The Chittagong Hill Tracts and dewellers There in" গ্রন্থে (১৮৬৯)। ইহার পর সতীশ চন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছিলেন "চাকমা জাতি" গ্রন্থ (১৯০৯ খৃঃ), পরবর্তীতে রাজা ভুবন মোহন রায়, মাধব চন্দ্র চাকমা (কর্মী),

এ, বি, রাজপুত, বিরাজ মোহন দেওয়ান, ~~আবদুল সাত্তার~~, সুগত চাকমা প্রমুখ ব্যক্তি চাকমা জাতির পরিচয় এবং ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পর্কে লিখিয়াছেন। বিদেশী গবেষকদের মধ্যে যাহারা চাকমাদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আমরা Sir Risely, Capt. T. H. Lewin, R. H. Sneyd Hutchinson, G. A. Grierson, Pirre Besaignet, Dr. Heinz Bechert, Dr. G. Loffler প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল বিদেশী গবেষকদের লেখায় চাকমা জাতির পরিচয় ক্ষেত্রে অনেক সময় কেবলমাত্র অনুমান এবং জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীত একতরফা সিদ্ধান্তবলী আমরা নির্বিধায় গ্রহণ করিতে পারি নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি ১। Mr. B. C. Allon "Provisonal Gazetters of India" গ্রন্থের ৪১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, "The Chakmas are Mongoloid race, probably of Arakanese Origin....". Chittagong Hill Tracts গ্রন্থে Hutchinson ও উল্লেখ করিয়াছেন, "The chakmas are undoubtedly of Arakanese Origin". ২। R. H. Sneyd Hutchinson "An account of Chittagong Hill Tracts" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, This tribe belongs to the eastern group of the Indian Aryan family ; ....." ৩। Pirre Bessaignet এর মত বিখ্যাত গবেষকও "The tribes of Chittagong Hill Tracts" গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় চাকমারা আর্য বংশোদ্ভুত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ফলে চাকমাদের উৎপত্তি, তাহাদের আদিনিবাস ও অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক ও সঠিক বিশ্লেষন এখনও গবেষনার অপেক্ষা

রাখে। তবে স্বর্গীয় বিরাজ মোহন দেওয়ান প্রণীত "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" গ্রন্থটি পড়িয়া আমরা চাকমাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করিতে পারি এবং চাকমা জাতির পরিচয়ক্ষেত্রে নুতন তথ্যের সন্ধান লাভ করি।

কিংবদন্তীমূলে জানা যায় যে চাকমাদের আদিনিবাস ছিল চম্পকনগর। এই চম্পকনগরের সঠিক ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে এখনও সঠিক ভাবে বলা যাইতেছেনা তবে অনেকে মনে করেন ইহা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত। কিন্তু কোন এক সময় চাকমারা ত্রিপুরায় বসবাস করিয়া থাকিলেও ত্রিপুরায় অবস্থিত চম্পকনগর চাকমাদের আদিনিবাস হইতে পারেনা বলিয়া আমার বিশ্বাস কারণ ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে বসবাসরত, মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত জাতি-উপজাতি সকলেই বহিরাগত, ভারতের ভূমিজ সন্তান নহেন বলিয়া নৃতত্ববিদদের ধারনা। চাকমারাও ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারেনা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৈলাশ চন্দ্র সিং প্রণীত ত্রিপুরাদের "রাজমালা" (প্রথম লহড়) পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি শ্লোকে সর্বপ্রথম চাকমা শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। যাহা নিম্নরূপ:

"কাইফেঙ্গ, চাকমা আর খুলঙ্গ লঙ্গাই
তনাউ তৈয়ঙ্গ আর রিয়াং আদি ঠাঁই॥
থানাংছি প্রতাপসিংহ আছে যত দেশ।
লিখা নামে আর রাজা রাংগামাটি শেষ॥"

পরবর্তীকালে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে A. P. Phayre e লিখিত "History of Burma" গ্রন্থে আমরা Thek বা Sak নামের সন্ধান পাই। বর্মীরা চাকমাদের Thek বা Sak নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং বর্তমানেও চাকমারা বর্মীদের নিকট Thek বা Sak নামে পরিচিত। 'চাকমা জাতি' গ্রন্থের লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ এবং "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের লেখক বিরাজ মোহন দেওয়ান আরাকান ও বার্মা ইতিহাসে চাকমাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। বিরাজ মোহন দেওয়ান "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের নিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "চাকমা জাতি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ পড়িয়া আমার ইহাই ধারণা হইয়াছে যে চাকমা জাতির গৌরবময় ইতিহাস যদি কিছু থাকে, তাহার অধিকাংশ ব্রহ্মদেশেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যেহেতু তথায় চাকমারা একটা বিশিষ্ট জাতিরূপে পাঁচ শতাব্দীরও অধিককাল রাজত্ব করিয়াছেন।" উল্লেখিত পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, "ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাসে চাকমাদের বাদ দিলে উহার প্রাচীন তথ্যপূর্ণ জাতীয় ইতিহাস ম্লান হইয়া উঠে। উহাতেই বিশেষকালের ঘটনাগুলির সাথে চাকমাদের বিচ্ছিন্ন ইতিহাস অবগত হওয়া যায় ... ...।"

ডঃ মিসেস এন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত "Pran-the Pride of Mizoram" পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, "Recently some well-renowned anthropologists have upheld the view tnat the Chakmas are really a section of the Mongolians and have compared them to Laotians and Thais. They hold that they should not be really treated as tribals....." অনুরূপভাবে বিখ্যাত জার্মান গবেষক

Dr. Heinz Bechert চাকমারা মূলতঃ দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার লোক বলিয়া মন্তব্য করেন এবং চাকমাদের সংস্কৃতির সহিত শানদের সংস্কৃতির সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে গবেষকদের মতে শান, থাই, লাউস এবং অহম সকলেই একই জনগোষ্ঠির লোক।

গবেষকদের মতানুসারে এবং বিরাজ মোহন দেওয়ান ও ডঃ মিসেস এন, চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উল্লেখিত তথ্যের আলোকে চাকমাদের আদিনিবাস নির্ণয় করিতে হইলে পাশ্ববর্তী বার্মা, শ্যাম (Thailand) প্রভৃতি দেশের এবং জাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের মধ্যে বিশ্বাসে, খাদ্যাভ্যাসে, জীবনযাত্রা প্রণালীতে, পোষাকে বা এক কথায় সংস্কৃতিতে কমবেশী সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাই। অনুরূপভাবে এতদঅঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতিদের সংস্কৃতি ভিন্নতর হইলেও কমবেশী সাদৃশ্য রহিয়াছে। Political System of Highland Burma পুস্তকের ২৪৭ পৃষ্ঠায় লেখক E. R. Leach উল্লেখ করিয়াছেন যে, "The techniques and apparatus of weaving and iron-working and cultivating rice as well as variety of household equipment ranging from fire-pistons to brass gongs are common, not only to all the hill peoples of Indo-China, Burma and Assam, but also to similarly situated tribes in western Szechuan, Formosa, The Philippines, Borneo and much of Indonesia.....". এই বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ স্বরূপ

উল্লেখ করিতে পারি যে, চাকমারা একটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন যাহার নাম চাকমা ভাষায় "খেং-গ্রং"। ইংরাজীতে এই বাদ্যযন্ত্রের নামকরণ করা হইয়াছে Mouth harp. এই একই বাদ্যযন্ত্রটিকে বর্মীরা বলেন "খ্রেং-খ্রং" এবং ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপেও এই বাদ্যযন্ত্রটি "গেং-গং" নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে এই অঞ্চলের ম্রো উপজাতীর বাঁশীর ন্যায় বাঁশী ভিয়েতনাম ও চীনে ব্যবহার করা হয়। ('খেং-গ্রং' এবং ম্রো বাঁশী সম্পর্কিত তথ্য দুইটি রাংগামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের পরিচালক মিঃ সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরার সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

ভাষার দিক হইতে বর্তমান চাকমা ভাষা ইন্দো আর্য ভাষা গোষ্ঠিভুক্ত। ভারতের পূর্ব সীমান্তে বসবাসরত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের মধ্যে চাকমা ও অহম জাতি নিজেদের মূল ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চাকমা ভাষা ও অহম ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই পুস্তকে আমি ব্রহ্মদেশের KADU সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। KADUদের ভাষায়ও অহম বা আসামী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। "The Shans, so defined, are territorially scattered, but fairly uniform in culture. Dialect Variations between different localities are considerable, but even so, apart from a few special exceptions, it can be said all the Shans of North Burma and Western Yunnan speak one language, namely Tai. The exceptions are the Shans of Mong Hsa (the Maingtha or A'chang), who speak what seems to

be a dialect of Maru, the Shans of the Kalaw Valley, who now apeak a corrupt form of Burmese, and miscellaneous small pockets of Shans in the upper-Chindwin and Hakawng Valley areas, whose speech to day would appear to be mainly Jingpaw with a heavy admixture of Tai and Assamese. Most of the population known as kadu seems to fall into this catagory ....." (Political System of Highland Burma by E. R. Leach, Page 29, 30).

আলোচিত সকল তথ্যের আলোকে এবং বৃহত্তর মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জাতি ও উপজাতিদের সহিত বিভিন্নক্ষেত্রে চাকমাদের যেসকল সাদৃশ্য রহিয়াছে সেই গুলিকে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পুস্তকটির কলেবর আরো বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কর্ম জীবনের ব্যস্ততার দরুণ তাহা করা সম্ভব হইল না। তবে পুস্তকটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা আমার সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল। ভবিষ্যতে যাহারা গবেষণা করিবেন তাহাদের নিকট যদি এই পুস্তকের বর্ণনা সহায়ক হয় এবং পাঠক পাঠিকাবৃন্দ এই পুস্তক পড়িয়া যদি চাকমাদের আদিরূপ সম্পর্কে গবেষণা ও অধ্যয়নে উৎসাহী হন তবে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। ভবিষ্যতে পুস্তকটি আরও তথ্য সমৃদ্ধ বর্ধিত কলেবরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

এই পুস্তকটি রচনাকালে মিঃ সুশোভন দেওয়ান (ববি) থাইল্যাণ্ড

হইতে History of Siam গ্রন্থটি আনিয়া দিয়াছেন, যাহা এই পুস্তক রচনায় খুবই সহায়ক হইয়াছে। মিঃ চাঁদ রায় আমাকে একটি 'দেশ' পত্রিকা দিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত "অহম রাজাদের দেশে" প্রবন্ধটি হইতে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাইয়াছি।

রাংগামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের সহকারী পরিচালক মিস সাহানা দেওয়ান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ সরবরাহ করিয়াছেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করিয়াছেন। উল্লেখিত ইন্সটিটিউটের পরিচালক মিঃ সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পাইয়াছি। থাইল্যাণ্ডের মিঃ সংগ্রাম সেনারথাম ও মিঃ চয়চর্মা ফির্মানম্যান অনেক তথ্য দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

রাংগামাটি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা মিসেস নমিতা দেওয়ান এবং সহকারী কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। পুস্তকটি নামকরণে তরুণ কবি ও লেখক এবং সহকারী কমিশনার জনাব কামাল চৌধুরী ও রাংগামাটিস্থ সমাজসেবা পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিঃ প্রফুল্ল কুমার চাকমা সহযোগিতা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের সহকারী পরিচালক জনাব জাফার আহামাদ হানাফী ও গবেষণা কর্মকর্তা মিঃ সুখময় চাকমা এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন।

CULTURAL INS

আমার স্ত্রী টুকু সর্বক্ষণ আমাকে উৎসাহ দিয়াছে। সংসারের জটিল কর্মের পাশাপাশি গ্রন্থ রচনার মত একটি দুরূহ কর্ম সম্পাদনে তাহার উৎসাহ ছিল আমার অন্তহীন অনুপ্রেরণা। এই গ্রন্থের প্রকাশনার গুরুদায়িত্বও তাহার উপর বর্তাইয়াছে।

আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

সুপ্রিয় তালুকদার

চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে চাক্‌মা জাতি :—

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বর্তমানে তিনটি জেলায় বিভক্ত। সরকারী বিজ্ঞপ্তি নং ED (JAII) 111/80-170 তারিখ ১৮ই এপ্রিল ১৯৮১ইং মূলে বান্দরবান মহকুমাকে পৃথক করিয়া একটি সতন্ত্র জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এবং পরবর্তীতে সরকারী বিজ্ঞপ্তি নং ED/JAII/76/83-348 তারিখ ১৩ই অক্টোবর ১৯৮৩ ইং মূলে খাগড়াছড়ি মহকুমাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে ঘোষণা পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হইতে ভিন্ন করা হয়। নবসৃষ্ট বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে নতুনভাবে নামকরণ করা হয় যেমন, পার্বত্য বান্দরবান, পার্বত্য খাগড়াছড়ি এবং পার্বত্য রাঙ্গামাটি।

৫০৮১ বর্গমাইলে অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে ব্রহ্ম দেশের আরাকান, পূর্বে ভারতের মিজোরাম (Lushai hills) এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বা উপজাতি আনুমানিক পাঁচ শত বৎসর পূর্ব হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। এই সকল জাতিসত্ত্বা বা উপজাতিদের মধ্যেই চাকমা উপজাতির সংখ্যা গরিষ্ট, আনুমানিক তিন লক্ষ। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ব্যতীত

কক্সবাজার জেলা (তংচংগ্যা ও দৈননাক), ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল ও আসাম এবং বার্মার আরাকানে চাকমাদের বসতি রহিয়াছে। নৃতত্ত্বের বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সকল উপজাতিই মংগোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত।

কিংবদন্তীমূলে জানা যায় চাকমারা চম্পকনগর হইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু এই চম্পকনগর কোথায় এবং ইহার ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে আমরা এখনও সঠিকভাবে বলিতে পারিতেছিনা।

বিরাজ মোহন দেওয়ান তাঁহার প্রণীত চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে 'চম্পকনগর এর অবস্থান সম্পর্কে ১১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, —"চাকমা জাতির ইতিহাস হইতে জানা যায়, চাকমাদের আদি পিতৃভুমি ছিল চম্পকনগর। তবে ৩/৪ টি চম্পক নগরের অবস্থান সম্পর্কে আমরা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে উত্তর ব্রহ্ম (শান), প্রাচীন মগধ (বর্তমান বিহার) কালাবাঘা (বর্তমান শ্রীহট্ট), প্রাচীন মালাক্কা (বর্তমান মালয়) কোচিন চীনের চম্পা ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ প্রাচীন সাংপু (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র) নদীর তীরবর্তী আর এক অঞ্চল। কাজেই কোন চম্পকনগর হইতে তাঁহাদের আদি পুরুষ বিজয়গিরী ব্রহ্মদেশে উপনীত হন তাহাতে বিভিন্ন মতবাদ দৃষ্ট হয়।"

অপরদিকে ডঃ দুলাল চৌধুরী 'চাকমা প্রবাদ' গ্রন্থে ২৬ পৃষ্ঠায় চম্পকনগর এর অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, "ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, প্রাচীন ব্রহ্মে পাঁচটি প্রধান জাতি ছিল। যেমন—ব্রহ্ম, তৈলাং কেরান বা কোহরান, বিউ (পিউ) ও চাক। এই চাকেরা উত্তর ব্রহ্মে বসবাস করত। ব্রহ্মের প্রধান নদী ইরাবতীর একটি শাখার নাম "চম্পা)'। চম্পা ও ইরাবতীর সংগমে চম্পক নামে একটি নগর ছিল। সেখানেই চাকমারা বাস করতেন। এই চাকদের আদি নাম শাক (Tsak)। ব্রহ্মদেশীয় বা আরাকানীর উচ্চারনে 'শাক' হয়ে গেল 'চাক'। এই প্রসংগে আর একটি

চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দক্ষিন ভিয়েৎনামের বিদেশ মন্ত্রীর নাম ছিল সারিনচাক (শাক?)। সম্ভবত কম্বোডিয়ায় ও ভিয়েৎ-নামে চাক' বংশজ লোকেরা এখনও বসবাস করছেন। এই চাকশব্দ থেকে কালক্রমে চাকমা শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হলো। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা (হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই) চাকমাদের বলেন, 'চামউয়া'। চাম শব্দ 'শ্যাম' শব্দেরও সাদৃশ্যবাচক। সেই জন্য বর্তমানে অনেক গবেষক শ্যামদেশীয় লোকদের সংগে চাকমাদের সাদৃশ্য খু'জে পেয়েছেন।

অনেকে মনে করেন, উত্তর ব্রহ্ম (শান), প্রাচীন মগধ (বর্তমান বিহার) কালা-বাঘা (শ্রীহট্ট) প্রাচীন মালাকা (বর্তমান মালায়), কোচিন চীনের চম্পা ও হিমালয়ের পাদদেশের প্রাচীন সাংগু নদীর (ব্রহ্মপুত্র) তীরবর্তী অঞ্চলে চাকমারা একদা বসবাস করতেন। চাকমাদের আদি পুরুষ বিজয়গিরি সম্ভবত শ্যামদেশের চম্পকনগর থেকে ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে প্রাচীন ভারত ভূমিতে প্রবেশ করেছিল।

চাকমারা যে মংগোলীয় জনগোষ্টির অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চাকমাদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে ঐতিহাসিক কারনে। তাদের দেহাকৃতি ও অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া বা ভিয়েত-নাম বাসীদের সংগে সাদৃশ্যের ইংগিত করে। সুতরাং মনে হয় চাকমারা মূলতঃ চাক বা শাক। থাইল্যাণ্ডের 'চ্যাংমাই' নদী প্রসংগত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডঃ দুলাল চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বর্ণণা হইতে জানিতে পারি যে শ্যামদেশেও (থাইল্যাণ্ড) চম্পকনগর নামক একটি স্থান রহিয়াছে। আমি ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে শ্যাম দেশীয় আমার এক বন্ধুর কাছেও (বর্ত-মানে তিনি ব্যাঙ্ককে অবস্থিত ধর্ম শাস্ত্র বা Thamma Sat বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Chaichana Phimernmen) থ্যাইল্যাণ্ডের চম্পক নগরের কথা শুনিয়াছি। আমার সহিত সেই বন্ধু রাংগামাটি ও বান্দরবান ভ্রমন

করিয়া চাকমা ও তংচংগ্যা মহিলাদের পোষাক, আচরণ ও চাকমাদের নিজস্ব রীতিতে তৈয়ারী খাদ্য দেখিয়া মন্তব্য করেন যে তাহাদের সহিত চাকমাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। তিনি চাকমাদের Thai yai (Big Thai) দের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া মনে করেন।

উল্লেখিত বিভিন্ন চম্পকনগর নামক স্থানে একদা বসবাস করিয়া থাকিলেও তাহারা যেহেতু মংগোলীয় জনগোষ্ঠির লোক সেইহেতু সম্ভবত দক্ষিণ পূর্ব এশীয়ায় অবস্থিত কোন এক প্রাচীন চম্পকনগর হইতে চাকমারা ব্রহ্মদেশ হইয়া প্রাচীন ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিখ্যাত জার্মান গবেষক Dr. Heinz Bechert ও চাকমারা মূলতঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার লোক বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি চাকমাদের সম্পর্কে লিখেন, "The Chakmas inhabit the central part of Chittagong Hill Tracts. They are a people with their own culture, folklore, historical traditions and even their own national script which, however is being more and more replaced by Bengali. Anthropologically the Chakmas belong to the people of South east Asia. Their dress shows similarities with the dress of Burmese and shan people. There is also a number of customs which hint at a form of 'Animism' whice is very similiar to that of the people of the Burmese and shan groups before their conversion to Buddhism" X.

ভারত বর্ষের পূর্ব সীমান্তে বসবাসরত উপজাতিরা ভারতের ভূমিজ সন্তান নহেন বলিয়া নৃতত্ত্ববিদগণ ধারণা পোষণ করেন। কাজেই চাকমারা

X Educational Miscellary, Vol 1V No, 3 and 4. December 1967, March 1968.

ও ভারত ভূমির ভূমিজ সন্তান নহেন বলিয়া অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সম্পর্কে A. B. Rajput মন্তব্য করেন These Tribes are ethnically different from the plainsmen of East Pakistan and appear to have some racial link with the primitive tribes of the vast belt extending from Tibet down to Thailand" XX.

স্মরণাতীত কাল হইতে মংগোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত লোক বিভিন্ন কারণে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটি বৃহৎ দলের আগমণ ঘটে, একটি হইল তিব্বতী বর্মীদের (Tibeto-Burman) শাখা Bodo এবং অপরটি হইল Siamese Chinese দের শাখা Shan।

Bodo দের আগমণ সম্পর্কে জানিতে পারি, "The Kacharis or Bara (mis pronounced Bodo) as they call themselves, belong to the great Bodo tribe, which is found not only in the Brahmaputra Valley, but in the Garo Hills and in Hill Tipperah south of the Surma valley. It is generally supposed that they are a section of the Indo-Chinese race, whose original habitat was somewhere between the upper waters of yang-tse-kiang and Hoang-ho, and they gradually spread in successive waves of immigration over the greater part of what is now the province of Assam..." XXX

XX The tribes of Chittagong Hill Tracts : by A. B. Rajput, Fellow of the Royal Anthropological Institute, London First Edition 1963. page. 2.

XXX Assamn Dist· Gezetters, Vol VI by B. C. Allen page. 23.

B. C. Allen সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য অনুসারে ইহা প্রতীয়মান হয় যে কাচারী, গারো এবং ত্রিপুরা উপজাতি তিব্বতী-বর্মী দলভুক্ত Bodo পরিবারের লোক।

পরবর্তীকালে অপর বৃহৎ দল শানদের প্রাচীন ভারতবর্ষে আগমন ঘটে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে। শানদের আগমন সম্পর্কে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা করেন, "The various Tibeto-Burman groups thus came to be established on the soil of India intimes of which we have no historical memory or notion. But within historical times, another Mongoloid people, this time not of Tibeto-Burman but of Siamese-Chinese speech, entered into North Eastern Assam from Burma through the Patkai Range and along the Noa-Dihang river. They were the Assams or Ahams (Ahoms), a people who gave their name to the province of Assam. They advanced into India as a group of invaders who established themselves in the eastern most part of the Brahmaputra valley under their chief Su-Ku-pha in 1228 A. D.

The Hinduisation of the Ahoms, at first in culture and religion and then in language, commenced with grest vigour in the 17th century ; by 1750 in was almost complete.

The History of Assam from 1250 to 1700 A.D. was to some extent the history of struggle between the original Indo-Mongoloid inhabitants of the country (mostly Tibeto-Burman Bodo) and the newly arrived (Sino-Siamese). Ahoms who belonged to a distant branch of the same Sino-Tibetan

stock. The Ahmos belonged to the Tai or Shan section of the Siamese-Chinese branch of the Sino-Tibetan". X

আহোমরা যে শানদেরই বংশধর তাহা B. C. Allen ও উল্লেখ করিয়াছেন। "The Ahoms are the discendants of the Shan tribe who entered Assam in the thirteenth century and gradually extended their sway over the whole of the Brahmaputra Valley. XX

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে তিব্বতী বর্মী দলভুক্ত Bodo রাই ভারত বর্ষের পুর্ব সীমান্তে আগত প্রাচীন মংগোলীয় জনগোষ্ঠি, তাহারা কখন ভারত ভুমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার কোন ঐতিহাসিক তথ্য নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে আগত শানরা ১২২৮ খৃঃ তাহাদের Chief Su-Ku-Fa এর নেতৃত্বে সর্ব প্রথম আসামে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখিত তথ্যের আলোকে জানা যায়।

১৯৮৫ইং সনের ৬ই এপ্রিল ৫২ বর্ষ ২৩ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় লিখিত "অহম রাজাদের দেশ" নামক ভ্রমণ কাহিনীতে লেখক চিত্রাদেব অহোমদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

"একেবারে নাগা পাহাড়ের পাদদেশে চরাইদেও এ প্রথম অহম রাজা চাও সুখাকার রাজধানী ছিল। প্রায় ৬০০ বৎসর ধরে (১২২৮-১৮৩৮) ও'রা রাজত্ব করেছিলেন। এসেছিলেন থাইল্যাণ্ড থেকে।

.....গ্রামের অধিবাসীরা সবাই শ্যামদেশের লোক। থাইল্যাণ্ড থেকে এসে রয়ে গেছেন...।

X Kirata Jana Krti, Page 51, 102.

XX Assam Dist. Gezetters Vol VII, Page, 79,

ওখানে তাদের মনষ্টারি আছে।……

ব'াদিকে ঘরে বুদ্ধমূর্তি।……

অস্বাভাবিক নিঃশব্দতা ভংগ করে মহারাজ বললেন, আমরাও তো সিয়ামী। হাজার বছর ধরে এখানে রয়েছি… "।

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে শান বংশীয় অহোমরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহাদের কিছু লোক এখনও অতীতের বৌদ্ধধর্ম ধরিয়া রাখিয়াছেন।

চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লেখক বিরাজ মোহন দেওয়ান চাকমাদের সম্পর্কে যে সকল তথ্যাবলী উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য আমরা দেখিতে পাই, 'গত ১৯৬৭ইং রাংগামাটিতে দুইজন জার্মান নৃতাত্ত্বিক আসেন, তাঁহাদের একজনের নাম Dr. Be chert ও অপর জনের নাম Dr. Roth তাহারা পশ্চিম জার্মানীর Derr University হইতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের মন্তব্যে চাকমারা উপজাতি নহেন এবং মংগোলীয় নর বংশের একটা বিছিন্ন অংশ। তাঁহারা চাকমাদের উত্তর পুর্ব অঞ্চলের লাউস, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ সমুহের সাথে তুলনা করিতে চাহেন।

সুদুর অতীতে চাকমারা যে শ্যাম কিংবা শানদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চাকমার বিদ্বগে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে এবং কিংবদন্তী মুলে জাতির স্মৃতি কোঠায় গাঁথা রহিয়াছে, এক সময়ে ঐ দেশের "চিয়াংমাই" অঞ্চল হইতে তাঁহাদের গতি উত্তর ব্রহ্মের ইরাউয়াদি (ইরাবতী) নদী তীরে আসিয়া যাত্রা ব্যাহত হয়। ঐ সব ঘটনাক্রম ভিত্তি করিয়া যে আকর্ষণীয় তথ্য উপস্থিত করে, ঐ সূত্রে সেই দেশের অধিবাসীদের সাথে ব্যবহারিক জীবনের আচার পদ্ধতি, মেয়েদের পোষাক, অলংকার এমনকি সেই দেশীয় বর্ণমালার সাথে আকৃতিগত সামঞ্জস্য অতীতের ঐ মিলন ক্ষেত্রের

এক নতুন আভাস প্রদান করে। এবং মৃত ব্যক্তির শব সংরক্ষনের ব্যবস্থা ইত্যাদি সংস্কারের বহু বিসয়ে মিল রহিয়াছে" । X.

অনুরুপভাবে চাকমাদের মৃত ব্যক্তির শব সংরক্ষনের ব্যবস্থা সম্পর্কে Puan-The Pride of Mizoram গ্রন্থে ৬৪ পৃষ্ঠায় লেখিকা ডঃ মিসেস এন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, "Disposal of the dead bodies of the Chakmas, as also the funeral practices, attended to in this connection have a large measure of similarities with those of the Hindus. But an interesting aspect in regard to the method of retaining a dead body, if so required for some-time, appears to be similar to what prevails in Burma and Thailand".

আলোচিত সকল সূত্র ধরিয়া শান বা (Thai) দের উৎপত্তি ও আদি নিবাস সম্পর্কে এবং তাহাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। Shan বা Tai দের উৎপত্তি এবং আদি নিবাস সম্পর্কে History of Siam গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তাঁহাদের আদিনিবাস ছিল Yunnan. এক সময় প্রাগ ঐতিহাসিককালে চীনা এবং Tai দের উৎপত্তি এক ছিল। The Tai and chinese are cognate race. Long before the dawn of history they must have had a common origin, as is shown by the physical resemblance between them"....X

Mr. Demetrius Boulger এর History of China গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি ৫৮৫ B. C তে চীনা সাম্রাজ্য দক্ষিণে মহা নদী Yang-tse kiang ব্যতীত আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই নদীর দক্ষিণে প্রায়

X চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত। পৃঃ ৭১, ৭৯, ৮০।

X A History of Siam by W. A. R. Wood, page, 32

সকল ভূমিই বর্বরদের (barbarians) আবাস ভূমি ছিল। এই সকল বর্বরদের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল, তন্মধ্যে অনেক Tai যাহারা আজকের Siamese, Laos এবং Shan দের পুর্ব্ব পুরুষ। "Who are these Barbarians ? Doubtless many and various tribes were included ; but most of them were Tai people, the ancestors of the Siamese, Laos and Shans of today".. XX.

৭৪ খৃঃ ৭৭ জন minor Tai Chiefs চীনের বিরুদ্ধে লড়েন এবং রাজপুত্র Leilao যুদ্ধে পরাজিত হন যাহার ফলে অনেক লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া Northern Shan States এ আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করেন।

৬৫০ খৃঃ Tai রা পুনরায় স্বাধীন হন এবং Nanchao কে একটি ক্ষমতাশীল রাজ্যে গঠিত করেন। কিন্তু ১২৫৩ খৃঃ কুবলাই খান Nanchao কে (or yunnan) পরাজিত করিলে এই রাজ্যের পতন ঘটে। In A.D. 1253 Nanchao (or Yunnan) was conqured by kublai khan, This finally put an end to the Tai kingdom, and resulted in a whole sale emigration of the inhabitant south wards, with important affect upon the history of Siam. Many of the Nanchao Tai had emigrated to the region now known as the Northern Shan States as for back as the first century of the Christian era, and during the succeeding centuries we may assume that a steady stream of Tai settlers proceeded to the west and south-west. These people were the ancestors of the tribe now known as shans or Tai yai (Great tai). They formed a kingdom, or confederation of

---

XXX A History of Siam by W. A. R, Wood. page. 35, 36.

kingdom known in ancient chronicles as the kingdom of Pong. Pong is one of the mysteries of history". XXX. ইতিহাসের এই রহস্যময় প্রাচীন Pong রাজ্য এক সময় ত্রিপুরা, ইউনান (Yunnan) এবং শ্যামদেশ (Thailand) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। Shan or Tai or Thai রা এই Pong রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন।

"The Shan or Tai or Thai race have excercised a powerful influonce over the fortunes of Assam. The Siamese are now the most important branch of this family, They are called by the Burmese Shang yai, eldest branch of the Shans, but there was onec a great nation of this people occupying a tract known to the historians of Manipur as the kingdom of Pong which touched Tipperah, Yunnan and Siam" X

Pong রাজ্যের পতন হইবার পরও শান বংশীয় অন্যান্য শাখা প্রশাখার লোক আসামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন বলিয়া জানা যায়। "The Kingdom of Pong was finally brokenup by the Burmese king Alompra about the middle of the last century and on its dismemberment other branches of the Shan race migrated and settled in Assam" xx

ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতদের মতানুসারে ইহাই হইল, বৃহত্তর মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন জাতি উপজাতিদের প্রাচীন ভারত ভূমিতে আগমনের ইতিহাস বা তথ্যাবলী। মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক হিসাবে

XX A History of Siam by W. A. R. Wood, page, 31

x Tribal History of Eastern India by E. T. Dalton, page —5

xx Tribal History of Eastern India by E. T. Dalton, Page—5

CULTURAL INSTITU

চাক্‌মাদের ভারত ভূমিতে প্রবেশ উল্লেখিত ইতিহাস বা তথ্যের ব্যতিক্রম নয়। এই সকল তথ্যের আলোকে ইহাই বার বার প্রতীয়মান হয় যে চাকমারা বৃহত্তর Tai জাতির অন্তর্ভুক্ত Thai-Shan-Ahom দেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ।

চাকমা রাজ পরিবার চাকমাদের শাক্য বংশীয় লোক বলিয়া ধারনা পোষন করেন। চাকমাদের আদি নিবাস চম্পকনগর এর মত এই ধারণাও একটি পৌরানিক উপখ্যান বা জনশ্রুতি। এই সম্পর্কে বিরাজ মোহন দেওয়ান লিখিয়াছেন, "রাজা ভুবন মোহন রায় বাহাদুর চাকমার প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, মগ ভাষায় চাক-চেক অর্থ শাক্য এবং যাহারা শাক্য বংশীয় তাহাদিগকে বলা হইত চাকম্যাং অর্থাৎ শাক্য রাজ বংশীয়। ব্রহ্ম ভাষায় ম্যাং শব্দের অর্থ রাজা। এই চাকম্যাং বা চাকমাং হইতে রূপান্তরে এখন চাকমা হইয়াছে। শ্রী শ্রী রাজনাম পুস্তকেও মাধব চন্দ্র চাকমা মহাশয় এই রূপ একই মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম দেশীয় লোকের উচ্চারনের বৈষম্যতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় চাকমা জাতি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, "ব্রহ্মদেশে সংক্ষেপে উচ্চারণে কেবল 'চাক' উচ্চারণ করিত। উচ্চারনের বিভিন্নতায়ও অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই বিষয়ে ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা, দেং গাওয়াদী আরেদফুং ও চাকমা জাতি প্রত্যেক গ্রন্থে একই ঘটনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও নামের বিভিন্ন পরিচয় দৃষ্ট হয়।

মতান্তরে কর্ণ তালুকদারের বামনী লেখা (প্রাচীন বাংলা) হইতে প্রাপ্ত "রাজ বংশাবলী" পুঁথির তথ্যে অবগত হওয়া যায়, রাজা বিজয় গিরি আরাকান (আকাদেশ) অভিযানের পর, ব্রহ্মদেশে চাকমা রাজারা রাজ্যাভিষেক ব্যবস্থা শ্বেত হস্তীর দ্বারাই সম্পাদন করিতেন এবং বিভিন্ন কাজে হস্তীরর ব্যবহারে প্রাচুর্য্যে, ব্রহ্মদেশে চাকমাদের 'চাংম্যাং' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় চাং অর্থে হস্তী এবং ম্যাং অর্থে

রাজা, এই শব্দ দ্বয় হইতেই চাকমা নামের আদি উৎসের পরিচয় ভিত্তি বলিয়া তাহাতে উল্লেখ পাওয়া যায়"।.. X

সুরেন্দ্র নাথ সেন পি, এইচ, ডি, ডি, লিট এবং হেমন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী পি, এইচ, ডি কর্তৃক লিখিত ভারত বর্ষের ইতিহাস হইতে জানা যায় শাক্য রাজ্যের পতন ঘটিলে শাক্য রাজ্য লুপ্ত হয় এবং শাক্যরা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেশে গিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এই শাক্যদেরই একটি দল সুদূর অতীতে পূর্ব ও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া কোন এক সময় শ্যামদেশ (Thailand) উপনীত হইয়াছিলেন।

শাক্যরা গৌতম বুদ্ধের বংশধর। গৌতমবুদ্ধ জাতিতে মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই প্রসংগে Vincen Smith

ব্যক্ত করেন, "I think it highly probable that Goutama Buddha, the sage of the Sakyas, and the founder of historical Buddhism was a Mongolian by birth, that is to say, a hillman like a Gurkha with Mongolian features and a skin to the Tibetan. Similiar views were expressed long ago by Beal and Fergusson. who used the term Seythic or Turanian in the sense In which I use Mongolian."xx

শাক্যরা প্রায় লুপ্ত জাতি। তাহাদের অস্তিত্ব বর্তমানে শুধু নেপালেই রহিয়াছে। অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের সহস্রতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিগত ২/৩/৮৩ ইং তারিখ রাংগামাটিস্থ "আনন্দ বিহারে" আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেপাল হইতে আগত প্রতিনিধি মিঃ লোকদর্শন চাকমাদের শাক্য বলিয়া অভিহিত করেন। এবং তাঁহার মতে শাক্যদের হইতে চাকমারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব হইতে।

---

x চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৫, ৩৬।
xx History of India, 3rd Edition 1961, Page 72,

চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তাঁহার পূর্বাধিকারীদের মতন পৌরাণিক উপখ্যানান অনুসারে চাকমাদের শাক্য বলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার লিখিত They Simply belong গ্রন্থে Nepalese Vignettes নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "Professor Asha Ram Sakya is not only a scholar of repute and an authority on Nepali culture ..... I had heard of him even before visiting Nepal and cherished a desire to meet him, if possible. I was particularly curious about the Sakyas of Nepal, not only because it was the race from which the Buddha came forth, but because ancient legend has it that the Chakmas are descendants of the early Sakyas." x

চাকমা রাজ পরিবারের মতানুসারে সুদূর অতীতে চাকমারা শাক্য বংশীয় হইয়া থাকিলেও চম্পকনগর কিংবা ব্রহ্মদেশে উপনীত হইলে শাক্য হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষা হয় নাই। শাক্যরা বিভিন্নদেশ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সহিত মিশিয়া গিলাছিলেন। অনুরুপভাবে শাক্যরা ব্রহ্মদেশ, শান বা শ্যাম-দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিলেন।

এই প্রসংগে Sir Arther P, Phayree মনে করেন, "The Indian settlers no doubt in a few generations, became marged in the mass of mongoloid tribes whom they found in the country. Only three names have been handed down as borne by original tribes, or the first conjunction of such tribes that is Kanran, Pyu or Pru, and Sak or Thek, the last however is not an original native term but, probably an abbreviation of sakya and may have been retained by at least a portion of the earliest Indian settlers and their descendants for some-

---

x They simply belong by Raja Tridiv Roy, 1972, page 107

time. But later, all who joined them were admitted to brotherhood, with the proud of designation of Brahma. xx

চাকমারা নিজেদের 'চাংমা" বলেন। চাংমা শব্দটি সম্ভবত শান-মা বা শাং-মা বা শ্যাম-মা শব্দ হইতে আসিয়াছে। কারণ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষনে চাকমারা শান বা শ্যামদেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

"Recently some well-renowned anthropologists have upheld the view that the Chakmas are really a section of the Mongolians and have [compared them to Laotians and Thais, They hold that they should not really be treated as traibals, " xxx.

ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিঃ

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। বার্মা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের মত 'হীনযান' মতবাদে বিশ্বাসী। চাকমাদের ধর্ম সম্পর্কে Dr. Heinz Bechert লিখেন, "There can be no doubt that the Chakmas have been Buddhist since long. This is well attested by two historian works of Tibetan literature viz Taranath's "History of Buddhism in India and by Sum-Pam'Knan-pos work..." X.

চাকমারা সুদুর অতীতকাল হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন বলিয়া Dr. Heinz Bechert এর মত অনেকেই ধারণা করেন। কারণ গবেষকদের

---

xx History of Burma by Arthur p. phayre, London 1883 page 5

xxx Puan The pride of Mizoram by Dr. Mrs. N. Chatterji M. A. Ph. D. Fage 58.

x Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura, Educational Miscellary Vil IV, No, 3, 4, 1967.

মতে সম্ভবত ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়া থাকিলে ঐ সময়ের পরবর্তীকাল হইতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বিরাজ মোহন দেওয়ান ব্যক্ত করেন, "চাকমারা যদি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান, হিমালয়ের পাদদেশস্থ চম্পকনগর কি কলাপ নগর অথবা থাইল্যাণ্ড কিংবা শান, যে স্থান হইতেই বাহির হউন না কেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ঐ সবদেশ তখন বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে আলোকিত ছিল। এবং ঐতিহাসিক প্রমাণে সুস্পষ্ঠ যে, পরম বুদ্ধের মহা পরিনির্বাণের দেড় শতাব্দীর মধ্যে কেবল পাক-ভারত নহে সুদুর চীন, তিব্বত, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তখন একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের অনাবিল প্রবাহ বহিয়া যায়" XX

সুদূর অতীতে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে চাকমাদের ধর্ম সম্পর্কে লিখিতে গেলে ইহা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে চাকমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম কি ছিল। মংগোলীয় জনগোষ্ঠির লোক হিসাবে এবং নৃতাত্বিক বিশ্লেষণে চাকমারা Tai কিংবা Shan দের বংশধর হইয়া থাকিলে প্রাচীন Tai বা Shan দের ধর্ম সম্পর্কে জানিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয় মনে করি। এই প্রসংগে প্রাচীন Taiদের ধর্ম সম্পর্কে W.A·R Wood মন্তব্য করেন, "As to the religion of the ancient Tai, we like wise have no definite information. We know that Buddhism, the religion of almost all the modern Tai, was introduced into China, from the south, during the first century of the christian era. It is therefore, probable that the, Buddhist religion was quite familiar to the Tai inhabitants of Nanchao for several centuries before many of them migrated south. The Buddhism of China is, however, the later form of the religion, known as the "Mahayana" or Great vehicle, whereas all the Tai since the dawn of their modern history in the twelfth century have

---

XX চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২৯০।

been followers of the "Hinayana" or small vehicle, which claims with some justice to be the true religion tought by the Buddha himself.

It is fairly certain, therefore that the Tai, as a race, became Buddhist after they had emigrated to the south, There may have some Buddhist among the old Nanchao Tai, but as a nation they were almost certainly animists, worshiping the beneficent spirits of the hills, forest, and waters, and propitiating numerous demons with sacrifices and offerings. This simple faith survives in Siam to the present day, and in the north is still more truly the religion of the country people than is Buddhism"... x

অনুরূপভাবে চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হইয়া থাকিলেও animism হইতে মুক্ত নহেন। বিভিন্ন সমাজিক আচার অনুষ্ঠান, রীতি নীতি ও বিশ্বাসে animism এর প্রভাব সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। যাহা Tai অথবা Shan দের উল্লেখিত আচার এবং বিশ্বাসের সহিত সাদৃস্য পুর্ণ।

চাকমাদের প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কে আমরা আরো কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করিতে পারি। যেমন—(১) চাকমাদের "আগর তারা" যাহা প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্র রুপে বিদ্যমান। এই আগর তারা গুলি পালি ও ব্রহ্ম ভাষার মিশ্রনে চাকমা বর্ণমালায় লিখিত। Dr. Heinz Bechert এর মতে এই 'আগরতারা' গুলি বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সূত্রের এক একটি অংশ। (২) অতীতে চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা সীমিত ছিল, যাহার দরুন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিবর্তে 'রুলী' নামক এক সম্প্রদায় কর্তৃক ধর্মীয় কাজ গুলি সমাধা হইত।

X A History of Siam, Page 38, 39

CULTURAL INSTITUTE

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে চাকমারা সুদূর অতীত কাল হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক প্রণীত চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থেও 'আগর তারা' ও 'রুলী' সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভাষাবিদরা Sino-Tibetan ভাষাকে দুই অংশে ভাগ করিয়াছেন "Linguistically, the Sino Tibetan Languages of the present day have been classified into two groups or branches—.
1. Tibeto-Burman and 2 Siamese-Chinese".. xxx

Tibeto Burman ভাষার মধ্যে Kuki chin, Burmese, Bodo, Sikim, Bhutani, Arkanese প্রভৃতি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এবং Siamese Chinese ভাষার মধ্যে Dai বা Tai যেমন Siamese laos, Shan, Ahom Khamti প্রভৃতি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

চাকমারা বর্তমানে যে ভাষায় কথা বলেন তাহা আর্য্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যেহেতু চাকমারা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মংগোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত এবং Tai অথবা Shan দেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ সেইহেতু চাকমাদের হারানো মুল ভাষা অবশ্যই Sino-Tibetan ভাষার অন্তর্ভুক্ত Siamese Chinese ভাষা ছিল।

অহোমদের বর্তমান ভাষা ও আর্য্য ভাষা ভুক্ত। কিন্তু ভাষাবিদদের মতানুসারে তাহাদের মুল ভাষাও Siamese-Chinese ভাষা ছিল। ইহা খুবই লক্ষ্যনীয় যে ভারত বর্ষের পূর্ব সীমান্তে বসবাসরত অন্যান্য মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জাতি বা উপজাতিদের মধ্যে চাকমা এবং অহম জাতি নিজেদের মূল ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতেও প্রতীয়মান হয় যে চাকমা এবং অহমদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র রহিয়াছে।

XXX Kirata Jana Krti Page. 22

চাকমা এবং অহম ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই প্রসংগে বিরাজ-মোহন দেওয়ান লিখিয়াছেন, "চাকমার প্রাচীন উভয় গতিবিধির উপর আসামের প্রভাব প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান থাকায় চাকমা ভাষার সাথে আসামী ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে এমনি কি গৌহাতি ইত্যাদি অঞ্চলের গানের সুরগুলির সাথে চাকমা উবাগীতের সুর প্রায় একই এবং একক সুর ..''। X

চাকমা এবং অহোম ভাষার সাদৃশ্যের বিষয়ে সুগত চাকমা ও তাহার লিখিত চাকমা পরিচিতি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা সম্পর্কে Dr. G A. Grierson মন্তব্য করেন "A broken dialect of Bengali, It is almost worthy of the dignity of being classed as a separate language. It is written in an alphabet which allowing for its cursive form, is almost identical with the Khamer character, which was formerly in use in Cambodia, Laos, Annam, Siam, and at-least, the southern part of Burma. The Khamer alphabet is in its turn, the same as that which was current in the south of India in the sixth and seventh centuries. The Burmese character is derived from it, but is much corrupted then the Chakma"...xx

Dr. Grierson আরও উল্লেখ করেন "The Ahom alphabet is an old form that which under various form is current for khamti and Shan but not so complete as those of Burmese and Chakma. XXX.

X চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৮০, ৮১।

XX Linguistic Survey of India Vol. V, Part-1, Page 321.

XXX Linguistic Survey of India Vol. 1, Part-1, Page 77.

ভাষাবিদ Dr. G. A. Grierson এর উল্লেখিত তথ্যের আলোকে ইহা প্রমাণিত হয় যে, থাই, বর্মী, শান, খামতি, লাউস অহোম এবং চাকমাদের বর্ণমালার উৎপত্তি মূলত এক।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা এই বর্ণমালা সম্ভবত ১১ শতাব্দীর পূর্বে গ্রহন করিয়াছিলেন। এই বর্ণমালার উৎপত্তি প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মী লিপি। "The process of Indianization also included in alphabetical basis (except for Vietnam) of South East Asian scripts, importance of Sanskrit in the vocabulary; introduction of the Indian epics, Ramayana and Mahabharata and also works on a variety of subjects like philosophy astrology, medicine and Mathematics and finally, the religion lore, Brahmanic, Buddhistic or a combination of both." X

পাকিস্তানের উপজাতি গ্রন্থে ৭৬ পৃঃ উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইহা অবাক না হইয়া পারা যায় না যে চাকমারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ ও পালি শব্দের সুন্দর ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনুরুপভাবে বর্মী ও বিশেষত শ্যাম দেশীয় (Thailand) ভাষায় ও সাহিত্যে পালি ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, ভারতীয় দর্শন, শিল্প, মহাকাব্য ইত্যাদি স্থান পাইয়াছে ঐতিহাসিক কারণে।

গবেষকদের মতে সম্ভবত ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার দরুণ আজকের বার্মা, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম), কাম্পুচিয়া (কম্বোডিয়া), আনাম (চম্প) প্রভৃতি দেশের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

X South East Asia by P. R. Desai, 1981. page 17.

রাংগামাটিস্থ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করিবার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় থাইল্যাণ্ড হইতে Mr. Songkrom Senartham নামে একজন টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ গত বৎসর রাংগামাটি আসিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হয়। সেই কারণে আমি উপযাচক হইয়া একদিন তাহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। ব্যবস্থা অনুযায়ী একদিন সকাল বেলা দশটার দিকে আমি তাহার বাসভবনে যাই। আমার পরিচয় পাইয়া তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহাদের এবং আমাদের (চাকমাদের) ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ আলোচনার পর তিনি এক পর্যায়ে আমাকে তাহার রান্না ঘরে লইয়া গেলেন। রান্নাঘরে খাবার টেবিলে একটি পাত্রে আমি কিছু 'ফুজি' ও একটি 'কুজ্যা' দেখিতে পাই। আমি ফুজি' ও 'কুজ্যা' দেখাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম শ্যাম দেশীয় ভাষায় এগুলিকে কি বলা হয়। 'ফুজি'র পাত্রটিকে দেখাইয়া তিনি 'ফুজি' এবং 'কুজ্যাটি'কে দেখাইয়া বলিলেন 'কুঝা'। শ্যাম দেশীয় ভাষা ও চাকমা ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়া আমি রীতিমত বিস্মিত হইলাম।

রাংগামাটিতে তাহার স্বল্প অবস্থানকালে তাহার সহিত আমার বহুবার সাক্ষাৎ হয়। আমাদের দুইজনের সম্পর্ক বন্ধুত্বের পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। তাহার নিকট তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানিতে পারি। থাইল্যাণ্ডে চম্পকনগর নামক একটি স্থান আছে। বলিয়া তিনিও আমাকে জানান। চম্পকনগরের অবস্থান সম্ভবত চিয়াংমাই প্রদেশ ও লামপাং এর মধ্যবর্তী স্থানে হইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি ইহাও মনে করেন যে এই চম্পকনগর শ্যামদেশের প্রাচীন ধ্বংস প্রাপ্ত নগর সমুহের একটি নগর হইতে পারে।

তাহাদের ভাষার মধ্যে আমি চাকমা ভাষার বহু শব্দ দেখিতে পাই। তাহার একটি তালিকা এইখানে সন্নিবেশিত করিলাম।

চাকমা	থাই	বাংলা
জুঃ	থুঃ	নমস্কার
লারে লারে	লেরে লেরে	ধীরে ধীরে
পেলেপেলে/পেলাং	প্লেই প্লেই	কানায় কানায়
ত্তিলাং	চিলাং	দ্রুত গতি
বান	বান	ঘর
ফি	ফি	অশুভ কোন কিছু ঘটা
কাল্ল্যোং	কাবেং	ঝুড়ি
কুত্তি	কুন্তি	পানি রাখিবার মাটির পাত্র
পিনন	পানুং	থামি
ফা (ত)	ফাই/চাওফাই	আগুন/উনুন
মুঃ/মুগো	মূঃ	পাতিল

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত চাকমা ভাষায় যে সকল বাংলা /পালি সংস্কৃত শব্দ চাকমা উচ্চারনে ব্যবহৃত হয় একই শব্দ থাই ভাষায় একই উচ্চারনে (থাই উচ্চারনে) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

চাকমা	থাই	বাংলা/পালি/সংস্কৃত
মাধা	মাধা	মাথা
কবাল	কবাল	কপাল
দেভেদা	দেভেদা	দেবতা
চামিনি	চামিনি	শ্রমন
সামত্য	সামত	সামর্থ্য

উল্লেখিত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে চাকমা ভাষায় যেভাবে ত/থ দ/ধ এবং প/ফ, ব/ভ হয় অনুরূপ ভাবে থাই ভাষায়ও ত/থ দ/ধ এবং প/ফ ব/ভ হয়। সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে, চাকমা ভাষা ও থাই ভাষার ধ্বনিতত্ব একই রকম।

বর্তমান থাই ভাষায় পালি ও সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার খুবই বেশী। থাই ভাষা সম্পর্কে Thailand phrase Book নামক ছোট একটি পুস্তকে Joe Cummings উল্লেখ করেন, "Pure Thai spoken from the beginning of the first millenium is monosyllabic. Any word of more then one syllable is probably borrowed from one of the four principal languages which influenced Thai : Sanskrit, Pali (itself a derivation of Sanskrit). khamer, and to a lesser extent english.

নিম্ন উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি থাই শব্দ উল্লেখ করা হইল যে সকল শব্দ মূলতঃ পালি-সংস্কৃত শব্দ হইতে আসিয়াছে।

ইংরেজী	থাই
Park	Ut-thaynaan
Indian roti or Flat bread	Roh-thii
Ocean	Maha-Samut
Announce	prakat
Capable	Saamaat
Graveyard	Susaan
Husband	Saamii
Snow	Hi-ma
period (era)	Samai
Sun	Aroon
Moon	Chantra
Friday	Wan suk
city	Nakorn

First	pathom
Hair	Kesha
Night	Rati
Sky	Aakaat
King	Raja/Racha
Man	Chana
Enough	pibul
War	Songram
Peace	Shanti

চাকমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু লিখিতে গেলে বিখ্যাত জার্মান গবেষক Dr. Heinz Bechert এর বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।

"The Chakmas inhabit the central part Chittagong Hill Tracts. They are a peop'e with their own culture, folk-lore, historical tradit ons and even the'r national script .....

.....

Their dress shows similarities with the dress of Burmese and shan people. There is a number of customs which hint at a form of "Animism" which is very similiar to that of the people of the Burmese and shan groups before their conversion to Buddhism". X

X Educational Miscellary, Vol IV, No 3 & 4. December 1907, March'. 1968

No, 4—List of kings of Burma of Shan Race who succeeded the Pugen Kings, and reigned at Myin-saing and Pan-ya

No.	Name of Kings	Commencement of Reign		Length of Reign years	Relationship to preceding king	Remarks
		Burma Era	A, D			
	A-Theng-kha-ya Ra-dza-theng gyan Thi-ha-thu Ta-tsi shang	660	1293	14	.....	Three brothers of shan race who usurped authority and governed with equal power.
1.	Thi-ha-thu Ta-tsi shang	674	.....	10	.....	The youngest brother reigned alone at panye.
2.	U-Za-na	684	.....	20	.....	Son of Kyau-tswa, the deposed king of pugen, adopted by No. 1

History of Burma, Page 282

ধর্ম ও সংস্কৃতি অংগাংগিভাবে জড়িত। চাকমাদের ধর্ম, বিশ্বাস, কৃষ্টি, পোষাক, আচার সামাজিক রীতিনীতি, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ অনুষ্ঠান থাই শান ও অহোমদের সহিত সাদৃশ্য পূর্ণ।

থাই পণ্ডিত Phya Anuman Rajadhan "Thailand Culture series" পুস্তকে থাইদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি থাইদের সংস্কৃতির মধ্যে Ancestral Worship ও শিশুদের যদি রাত্রে ঘন ঘন বিছানা ভিজাইবার অভ্যাস থাকে তাহা হইলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে বিবস্ত্র হইয়া উনুনকে প্রনাম করিবার রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চাকমাদের বিশ্বাসে ও এই রীতি প্রচলিত আছে। এই বিশ্বাসকে চাকমারা 'ভুদেইমা পুজা" বলেন। Ancestral Worship কে চাকমারা 'ভাত্ত্যা' বলেন। ইহা ব্যতীত 'ফি' এর বিশ্বাসের কথাও Dr. Rajadhan উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা চাকমাদের বিশ্বাসেও প্রচলিত আছে।

অহোমদের 'চাকলং' পুজা' এবং চাকমাদের 'চুঙলং' পুজা সাদৃশ্যের ইংগিত দেয়। অনুরুপভাবে ত্রিপুরা ও গারোদের কতিপয় আচার অনুষ্ঠানের সহিত চাকমাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতির সাবেক সহকারী উপদেষ্টা মিঃ সুবিমল দেওয়ানের একান্ত সচিব থাকাকালীন ময়মনসিংহ, টাংগাইল ও জামালপুর জেলায় গারোদের অধ্যুষিত অঞ্চল ভ্রমণ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ত্রিপুরা ও গারোদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিয়াছি। এমন কি গারো এবং ত্রিপুরা ভাষার মধ্যে মিল লক্ষ্য করিয়াছি।

প্রাচীন ভারত ভুমিতে প্রবেশ করিবার পর চাকমাদের কিছু লোক Bodo দলভুক্ত ত্রিপুরা ও গারোদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যাহা বিরাজ মোহন দেওয়ান ও তাহার লিখিত চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

সামাজিক প্রথা অনুসারে কোন শিকারী বন্য পশু বধ করিলে একটি রাণ রাজা/হেডম্যানকে উপহার দেওয়ার রীতি পূর্বে চাকমা সমাজে প্রচলিত ছিল। এই রীতি আমরা শানদের মধ্যেও দেখিতে পাই।

"The headman of the senior village is thus chief (duwa) of the village cluster. If the chief is politically independent he is entitled to receive, from all persons not of his own lineage, a hindleg of every four footed animal killed within his territory either in sacrifice or in hunting. X

শ্যাম বা শান, অহোম, চাকমা, ত্রিপুরা, গারো প্রভৃতি জাতি ও উপজাতিদের উল্লেখিত সংস্কৃতির আলোকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রকৃত পক্ষে শান সংস্কৃতিই এতদ অঞ্চল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

"Shan culture today extends in scattered pockets from Assam to Tongking and south wards to Bangkok and Combodia. ....

....

There are various other kinds of evidence which support the view that large section of the people now known as Shans are descendant of hill tribesmen who have in the recent past assimilated in to the more sophisticated way of Buddhist Shan culture. XX

চাকমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হইল 'বিজু' উৎসব। এই উৎসবের মুখ্য

X Political system of Highland Burma, page. 122

XX Political system of Highland Burma by E. R. Leach, page 247

উদ্দেশ্য হইল পুরাতন বছরকে বিদায় জানানো এবং নতুন বছরকে সাদরে গ্রহণ করা। চৈত্র মাসের শেষের দুইদিন ও ১লা বৈশাখ এই তিন দিন ধরিয়া চলে 'বিজু' উৎসব। প্রথম দিন ফুলের উৎসব। ফুল দিয়া ঘর সাজানো হয়, নদীর ঘাটে ফুল দিয়া পূজা দেওয়া হয়, গবাদি পশুদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়। যুবক যুবতীরা নদী বা ছড়া হইতে পানি তুলিয়া গ্রামের বুড়ো বুড়ীদের স্নান করায়। ক্যাং ও বুদ্ধমূর্ত্তিও পরিস্কার করা হয়। দ্বিতীয় দিন ঘরে ঘরে বিভিন্ন খাওয়ার আয়োজন চলে। পাড়া প্রতিবেশীরা, আত্মীয়রা একে অন্যের ঘরে গিয়া শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে। তৃতীয় দিন বা ১লা বৈশাখ বিশিষ্ট আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করা হয়।

এই 'বিজু' উৎসবকে অহোমরা বলেন 'বিহু'। অহোমদের ও 'বিহু' উৎসব শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসব আনন্দের এবং উল্লাসের। 'বিহু' উৎসব সম্পর্কে B C. Allen বর্ণণা করিয়াছেন, "The Baisakh bihu which begins on the last day of Choet (April 14th) is in honour of the new year. The cattle are smeared with oil mixed matikhali turmeric and rice. and are then taken to the nearest stream and bathed. The viilagers go from house to house visiting their friends and relatives, and offer them presents of cloths and other things .....
This bihu is an occasion of some license as boys and girls dance together in the fields and sing suggestive songs... X

'বিজু' উৎসব বার্মা ও থাইল্যাণ্ডেও পালিত হইয়া থাকে খুবই জাঁক জমক পূর্ণভাবে। বর্মী ভাষায় এই উৎসব Thingyan (বান্দরবানের মারমারা

X Assam District Gezetters Vol VII. page, 109.

বলেন সাংগ্রাই) এবং থ্যাইল্যাণ্ডে Songkran উৎসব নামে পরিচিত। এই দুইটি শব্দ সংস্কৃত শব্দ সংক্রান্তি শব্দ হইতে আসিয়াছে। এই উৎসব তাহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। পশ্চিমাদের নিকট এই উৎসব খুবই উপভোগ্য। তাহারা (পশ্চিমারা) এই উৎসবকে 'Water Festival নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ডঃ মিসেস এন, চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, "In another way too close similarity with a festival, known as water festival is observed. In this festival the Chakma young girls and women bring water from river and bathe the aged ones in the village as seen in the social mores in Burma and Thailand....xx

ঐতিহাসিক কিছু তথ্য ঃ

চাকমা জাতি সম্পর্কে রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত 'চাকমা জাতি' এবং বিরাজ মোহন দেওয়ানের লিখিত চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থদ্বয়ে চাকমাদের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত "চাকমা জাতি" (১৯০৯ইং) গ্রন্থে ২০-২২ পৃঃ পর্যন্ত অংশে দেখিতে পাই যে, ১৩৩৩ খৃঃ চাকমারা উচ্চ ব্রহ্মের মইচাগিরী নামক এক নগরে বাস করিতেন। রাজার নাম ছিল 'ইয়ংজ' তাঁহার তিন রাণী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম ছিল (১) চজুং (২) চোক্রু ও (৩) চৌতু। ঐ সময় এক যুদ্ধে আরাকান রাজা চাকমা রাজা ইয়ংজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রী ঘোষ দেংগাওয়াদী আরেদফুং

XX Puan.The pride of Mizoram by Dr. Mrs. N. Chatterji, M. A. Ph. D. page. 64,

নামক একটি আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

Col. Phayree, History of Burma গ্রন্থে ২৮২ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মদেশে শান বংশীয় রাজাদের একটি তালিকা দিয়াছেন (সংযুক্ত)। এই তালিকায় U-Za-Na কে আরাকানী ইতিহাসে সম্ভবত ইয়ংজ বলা হইয়াছে এবং এই ইয়ংজকে শ্রীঘোষ চাকমা রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং Myin-Saing নামক নগরটিকে উল্লেখ করা হইয়াছে মইচাগিরি। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বিরাজ মোহন দেওয়ান এই রাজা ইয়ংজকে চাকমা রাজা অরুনযুগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং Myin-Saing নামক নগরটিকে মানিজগিরি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি বর্ণনা করেন, "রাজা অরুনযুগ ব্রহ্মদেশে ইয়ংজ নামে পরিচিত হন। রাজা অরুনযুগের সময় চাকমারা আবার প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং পুনরায় রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহারা প্রভাবশালী হইয়া উঠিলে, উত্তর ব্রহ্মের বিভিন্ন স্থান দখল করেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় রাজা মেংগাদী সম্মুখ সংগ্রামে সাহসী হইলেন না। তিনি চরের দ্বারা বিপক্ষদলের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। পরে লামনছগ্রী নামে এক গুপ্তচর তাঁহাকে সুযোগের সন্ধান দেয়। তখন রাজা মেংগাদী কুটবুদ্ধির সহিত যুদ্ধ অবলম্বনের জন্য সেনাপতি বুজাংগ্যা ছাইগ্রাইকে, রাজা অরুনযুগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

এই সম্পর্কে চাকমা জাতি ও দেংগাওয়াদি আরেদফ্‌ং গ্রন্থের ২৬-৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। উক্ত চাকমা জাতি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। ইহা সুদীর্ঘ হইলেও, জাতির গৌরবময় অধ্যায়ের মর্মান্তিক পতনের এই করুন কাহিনী প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিলাম।

উত্তর ব্রহ্মের ইতিহাস প্রখ্যাত চাকমা রাজধানী মনিজগিরি ছিল এক সুরম্য স্থানে অবস্থিত। চাকমাধিপতি রাজা অরুনযুগ ছিলেন তদানীন্তন ব্রহ্মদেশীয় পরাক্রান্ত রাজাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন যশঃ গৌরবে বিমন্ডিত। রাজধানী মনিজগিরি ছিল পাহাড়ি নর নারীর কোলাহলে মুখরিত.....

১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ। রাজা অরুনযুগকে (ইয়ংজ) যুদ্ধে পরাস্ত করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় রাজা মেংগাদী, তাঁহার প্রধানমন্ত্রী কেরেগ্রী ও সেনাপতি বুজাংগ্যা ছাই গ্রাই এর অধীনে যথাক্রমে দশ হাজার ও রিজার্ভ সৈন্য ত্রিরিশ হাজার; হীগ্রসুর অধীনে দশ হাজার, তামুর শাসনকর্তা বেমুচর অধীনে দশ হাজার সৈন্য দিয়া মংদ্রুমের পথে এবং ক্যাচুর এর সাথে আরও দশ হাজার সৈন্য দিয়া দালার পথে প্রেরন করেন। ইহা ছাড়াও বুজঙ্গুর শাসনকর্তাকে দশ হাজার এবং মায়াং এর শাসনকর্তা খেচুকে দশ হাজার সৈন্য সহ রুচ্চরই পথে প্রেরণ করেন। ইহাতেও রাজার জয়ের সন্দেহ থাকায়, তিনি জল পথেও রাজা অরুনযুগকে জলপথ বন্ধ করিবার জন্য চিৎসাংজার শাসনকর্তা লাইচুর অধীনে দশ হাজার সৈন্য দিয়া ছালেক্যার জলপথ অবরুদ্ধ করেন।

এইদিকে মন্ত্রী কেরেগ্রী রিজার্ভ সৈন্য সহ বাংগালী কুলী ৩০ হাজার নিয়া চালির রাস্তায় অবরোধ করিবার মানসে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। উল্লেখ আছে, তংসাংজার শাসনকর্তার সন্নিকটে ছিলেন পেগু রাজা। ইনি চাকমা রাজার পক্ষে যোগদানের সম্ভাবনায় বলা হইয়াছিল, 'তোমরা বলিবে আমরা যুদ্ধের জন্য আসি নাই, রাজা মেংগাদী চাকমা রাজাকে উপহার স্বরুপ এক পরমা সুন্দরী রমণী মিত্রতা স্থাপন মানসে পাঠাইয়াছেন, এই বলিয়া তোমরা তাঁহাকে একজন সুন্দরী ও সুজজ্জিতা রমণী দেখাইবে'।

ইহাছাড়া পুর্বে উল্লেখিত দালার পথযাত্রী ক্যাচুকে ও তৎনিকটস্থ শান রাজাকে এই রুপ একই ভাবে প্রবঞ্চনা করিতে বলা হইয়াছিল। বলা-

বাহুল্য ক্যাচুকে ও ঐ উদ্দেশ্যে একজন সুন্দরী রমনী প্রদান করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া মন্ত্রী ছাংগ্রাই তংদাম্রু নগর উপনীত হইলে ছান্দাইনামা নামে জনৈক শাসনকর্তাকে একখানি পত্র সহ চাকমা রাজ দরবারে পাঠাইলেন। পত্রে মগ রাজা মিত্রতা স্বরুপ উপহার রুপে এক রুপবতী রমণী পাঠাইতেছেন ইত্যাদি উল্লেখ করা হইল।

পত্র পাঠে রাজা অরুনযুগ বিশেষ খুশী হইলেন এবং শাসনকর্তা ছান্দাইনামাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। ইহাছাড়া মন্ত্রী প্রবরকে একটি বৃহদাকার হস্তী, একখানি স্বর্ণহার, একখানি সুবর্ণ যাঁত, দুইটি ঘোড়া একটি সুবর্ণ মণ্ডিত রেকাব ও জিন, এবং একটি সোনার থোকদান পরিতোষ স্বরুপে প্রদানের নিমিত্ত স্বীয় জনৈক মন্ত্রী ব্রোচমীকে পাঠাইয়া ছিলেন। ইহাতে গুপ্তচর মুখে চাকমা রাজ মন্ত্রী আসিতেছেন শুনিয়া সেনাপতি ছাইগ্রাই সৈন্য বাহিনী পোচন্দার পাহাড়ে নিয়া লুকাইয়া রাখেন। যখন মন্ত্রী ব্রোচমী উপস্থিত হন, তখন উক্ত সুন্দরী রমণীকে বিশেষ রুপে সজ্জিতা করিয়া দেখান হইল এবং বলা হইল মন্ত্রী যেন যথাসত্বর ঐ সুন্দরী রমণীকে নেওয়ার জন্য লোকজন পাঠান। মন্ত্রী ব্রোচমী প্রত্যাবৃত হইয়া রাজার কাছে সমস্তই বর্ণনা করিলেন এবং ছাইগ্রাই এর কুটনীতি প্রসূতা ঐ রমণীকে স্বয়ং রাজা মেংগাদীর সহোদরা বলিয়া পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

পরিচয় প্রাপ্তে চাকমা রাজা বিশেষরুপে আনন্দিত হন এবং আড়ম্বর সহকারে রাজার সহোদরাকে আনয়নের জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত নারী পুরুষ প্রেরণ করেন। সেনাপতি ছাইগ্রাই ঐ রমণীর সহিত একশত হস্তী চাকমা রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকার শাসনকর্তা রেয়ংকে দশ হাজার সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। রেয়ং গোপনে সৈনাদেরকে বলিয়া দিলেন যখন রাজা আমোদ উৎসবে মগ্ন থাকিবেন, ঐ সুযোগে তোমরা অতর্কিত আক্রমন করিবে এবং এই সুযোগে কাইজার শাসনকর্তা ওয়াণ্ট্রাবোর

(পর্তুগীজ) প্রাসাদের পশ্চাৎদিকে দশ হাজার সৈন্য সহ আক্রমণের উপদেশ দেন।

ঐদিকে রাত্রি সমাগমে যখন রাজপুরীতে আমোদ উৎসব আরম্ভ হইল, তখন রেয়ং ঐ যুবতীকে সুসজ্জিতা করতঃ আনিয়া রাজার নিকট সমর্পণ করিলে, রাজা আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং উৎসব মগ্ন হইলেন। এই সুযোগে মধ্য রাত্রে রেয়ং অতর্কীতে রাজপুরী আক্রমণ করিলে এবং এই সংগে ওয়াণ্টাবোর পশ্চাৎদিক হইতে জলপথ বন্ধ করতঃ আক্রমণ করেন। মন্ত্রী এই ভাবে পর পর অপর সেনাপতিদের আক্রমনের সুযোগ দিয়া, পরিশেষে নিজের দলবল সহ আক্রমণে যোগদান করেন। এইভাবে অতি সহজেই প্রবঞ্চনামূলক এক কুট কৌশলে চাকমা রাজা পরাজিত ও বন্দী হইলেন।

কথিত আছে ইহার পুর্বে দুইবার রাজা মেংগাদীর সাথে সাধারণভাবে চাকমা রাজার খণ্ড যুদ্ধ হয়। তাহাতে প্রতিবারেই রাজা মেংগাদী পরাজিত হইলে, শেষে মন্ত্রী সহ এই বিশ্বাস ঘাতকতা মুলক যুদ্ধনীতি অবলম্বন করেন। আর ইহাও বিশ্বাসযোগ্য যে পুর্ব হইতেই উভয় পক্ষের শক্তির পরীক্ষা না হইলে এই রুপ ব্যাপকভাবে ষড়যন্ত্র করতঃ গোপন আক্রমনের কোন কারণ ছিল না। চাকমা রাজার সেনাপতি অতর্কীত এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বাঁধা প্রদান করিলেও বিশেষ কিছু করিতে সক্ষম হন নাই। বরং দশ হাজার সৈন্যসহ বন্দী হন।

চাকমা রাজার রাজধানী মনিজগিরি এইভাবে অতি সহজেই পতন হয়। এইভাবে রাজা অরুনযুগ, যুবরাজ সুর্যজিৎ (মগেরা বলে চজুই), তিন রাণী, দুই রাজ কন্যা এবং প্রাসাদের বহু অনুচর ও সহচর বন্দী হন। অবশেষে মধ্যম পুত্র চন্দ্র জিৎ (চৌপ্রু) কনিষ্ঠ শত্রুজিৎকে (চৌতুকে) এক পর্বতাকীর্ণ শহরের মধ্যবর্তী স্থানে অবরুদ্ধ করতঃ বন্দী করা হয়। মন্ত্রী ছাইগ্রাই

৬৯৫ মগী বা ৭৪০ বাং, ২রা মাঘ চাকমা রাজা, তাঁহার তিন রাণী, তিন পুত্র ও দুই কন্যাকে রেয়ং সমভিব্যবহারে রাজা মেংগাদী সমীপে বন্দীরূপে পাঠাইয়া দেন।

শেষে তিনি ১৩ই মাঘ বিজিত রাজ্য হইতে ৫০টি বৃহৎ হস্তী, কুড়িটি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং রাজকীয় বহু মুল্যবান সম্পদ সহ বন্দীকৃত ১০,০০০ দশ হাজার সৈন্য সহ মন্ত্রী নিজে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

মন্ত্রীর এই কার্য্যদক্ষতার জন্য রাজা মেংগাদী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া "মহাউছা-ওয়ান্ন" অর্থাৎ 'মহাপ্রজ্ঞা' খেতাবে মন্ত্রীকে ভুষিত করেন। এবং একখানি সুবর্ণ মণ্ডিত পাল্কী পুরস্কার প্রদান করেন। ইহা ছাড়াও তাঁহার পুত্র অংজাউর সাথে চাকমা রাজার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ দেন। জ্যোষ্ঠকন্যা চন্দ্র মুখীকে (মগেরা বলেন চখিমা) মেংগাদী নিজেই বিবাহ করেন....." X

উল্লেখিত বর্ণনা হইতে এবং চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থটি পড়িয়া জানা যায় যে অতীতে ব্রহ্মদেশে এক সময় চাকমাদের রাজ্য ছিল এবং চাকমা-দের প্রাচীন ইতিহাস ত্রিপুরা, আসাম, আরাকান, ব্রহ্মদেশ, শান, শ্যাম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত জড়িত এবং একই সুত্রে গাঁথা!

১২২৮ খৃঃ Tai বা শান বংশীয় অহোমরা (Thai জাতি তিনটি শাখায় বা দলে বিভক্ত। যথা—(১) Thai yai (২) Thai Noi ও (৩) Thai Ahom তাহাদের Chief বা রাজা Sukufa এর নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশ হইতে প্রাচীন ভারতভুমিতে (আসাম) প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন 'কামরুপকে' আসাম নামকরণ করিয়াছিলেন।

X চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১২৪ ১২৮

ইহা খুবই লক্ষণীয় যে ত্রিপুরা রাজাদের হাতপুবে অহোম রাজাদের মত 'ফা' উপাধি ছিল। 'ফা' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা রাজারা 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহন করিয়াছিলেন।

'The earliest chief of the Tipra tribe who succesfully defended his country against the Muslim power of Bengal was recorded in 'Rajmala' was Chheng thung Fa .....

The Kingdom which they established in the region came to be known as Tripura kingdom. They assumed the title Manikya, dropped the original title Fa, and their dynasty came to be known as the Manikya dynasty'...XX

আলোচ্য Fa উপাধি মুলতঃ প্রাচীন Tai জাতির যাহাদের আদি নিবাস ছিল Yunnan.

'In A D 877 a Tai king, called by the Chinese 'Fa' (Pra ?) succeeded to the Throne of Nanchoo.....XXX

প্রাচীন Tai এবং তাহাদের বংশীয় শান ও অহোমদের এবং ত্রিপুরা রাজাদের 'ফা' উপাধি সাদৃশ্যগত কারনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে ত্রিপুরা রাজ বংশীয়রাও কি Tai বা শান বংশীয়? অনুরুপভাবে ত্রিপুরা রাজা বিজয় মাণিক্য (১৫৩২-১৫৬৩) নামের সহিত চাকমা রাজা (?) বিজয়গিরি নামের সাদৃশ্যও আমাদিগকে কৌতুহলী করিয়া তুলে।

While Meng Beng (king of Arakan) was thus engaged, an enemy had appeared from the north called in the Arakanese history the

---

XX Tripura, land and its people by Gan chawdhuix, page, 19

XXX A History of Sima by W, A.R. Wood, page 35.

Thek or Sak king, by which term the Raja of Trippera appears to be meant, He had penetrated to Ramu, but was now driven back, and Meng Beng again occupied Chittagaon. Coins which bear his name and the title of Sultan were struck at that ctiy. He reigned until A. D. 1553..... X

ব্রহ্মদেশীয়রা চাকমাদের Thek or Sak বলেন। Col. Phayree এর উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ত্রিপুরার এই Thek or Sak রাজার সহিত চাকমাদের কোন রূপ সম্পর্ক আছে কিনা তাহা গবেষণার বিষয়।

বলাবাহুল্য যে, কোন দেশ বা স্থানের অধিবাসী ও রাজা বা শাসকরা যে একই জাতির লোক হইতে হইবে এমন কোন কথা নয়। যেমন, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহ জাতিতে বাংলা ভাষাভাষি বাঙালী ছিলেন না।

ব্রহ্মদেশীয়রা চাকমাদের বলিয়াছেন Thek চাকদের বলিয়াছেন Sak আবার Thek or Sak এক জাতি অর্থে (চাকমা) বুঝাইয়াছেন। সেই কারণে অনেকে অনেক ক্ষেত্রে চাকমা ও চাকদের এক জাতি বলিয়াছেন।

Lorenz G. Loffler, Chakma Und/Sak গ্রন্থে চাকমা এবং চাকদের একই জাতির লোক বলিয়া ধারণা পোষণ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে A Fly on the whell গ্রন্থে Lt. Col. Thomas H. Lewin

১৩৩ পৃঃ উল্লেখ করিয়াছেন, "Another and more pleasing tribe was the Task or Chakma and in their village I halted a couple of days .....They were the jolliest folk imaginable always laughing and merry.....XX

X History of Burma page 79,80

Pierre Besagnet চাকদের সম্পর্কে ব্যক্ত করেন, "The number of saks living in the Chittagong Hill Tracts does not go probably beyond a few hundred. The numbers of saks, as an ethnic group, living in Arakan, would be probably roughly the same nearly 700, Yet in Arakan their number as a linguistic group is 35, 237 but let us be Precise, concerning the linguistic group, that Taman has been Included in the Sak linguistic group. Malin has also been added so that this group now consists of Kadu, Ganan, Sak, Diagnet, Taman and Malin". x

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে চাকরাই সাক (Sak) এবং সাকদের Kadu, Ganan, Malin. Doignet এবং Taman দের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে Daignet (Doingnak) বা 'দৈননাক' রা চাকমাদেরই একটি অংশ যাহাদের বসতি বর্তমানে ব্রহ্মদেশে (আরাকান) রহিয়াছে।

Malin এবং Kadu শব্দ দুইটি চাকমাদের 'মুলিম' বা 'মুলিম্যা' এবং 'কুদুব' শব্দদ্বয়ের সহিত খুবই সাদৃশ্য পূর্ণ। চাকমাদের বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে 'মুলিমা' ও 'কুদুব' গোষ্ঠী রহিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর পশ্চিমে Ka u দের বসতি আছে বলিয়া জানা যায়। Political System of High land Burma গ্রন্থে ২৪৭ পৃঃ Kadu দের সম্পর্কে E. R. Leach উল্লেখ করিয়াছেন, "In the Katha District west of the Irrawaddy there is for example a population of some 40,000 people locally known as Kadu. They are more or less Burmese in culture, but their language seems to contain a heavy admixture of Jinghpaw and other Kachin dialect". . X

X Social research in East Pakistan, page 151

Malin এবং Kadu দের সহিত চাকমাদের 'মুলিমা' ও কুহুব গোষ্ঠীর নামের সাদৃশ্য থাকিবার কারণে Malin এবং kadu দের সহিত চাকমাদের ঐতিহাসিক কারণে যোগসূত্র থাকিতে পারে।

চাক এবং চাকমারা মুলতঃ একই জাতি বলিয়া বিরাজমোহন দেওয়ান মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বর্তমানে হ্রাক্ষ্যংছড়ী মৌজার হেডম্যানের নাম শ্রীযুক্ত মং চোথায় চাক। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি। বাই-ছড়ি মৌজার হেডম্যান শ্রীযুক্ত সুথায় প্রু চাক। এই জেলায় এই দুই জন চাক হেডম্যান আছেন। তাঁহারা বলেন—তাঁহাদের ভাষা মগ ভাষা হইতে পৃথক এবং বিকৃত রুপে কোন কোন শব্দ চাকমা ভাষার সাথে যথেষ্ট রুপে মিল রহিয়াছে। গত ১৯৬৬ইং রাংগামাটি হেডম্যান দরবারের সময় উক্ত দুই জন হেডম্যান আগমন করেন। ঐ সময় তাঁহাদের সংগে আলাপ আলোচনায়, তাঁহাদের চগলাং, গাং পুজা, মৃত ব্যক্তির শব দাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথাগুলি চাকমাদের সাথে সাধারন গরমিল দৃষ্ট হইলেও মুলত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। বহুকাল যাবৎ আরাকান ও মগদের অঞ্চলে তাঁহারা অবস্থান করিবার ফলে আচার অনুষ্ঠান ও পুজা পার্বনে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই জেলায় তাঁহারা মাত্র দুই সহস্রাধিক লোক আছেন। বাইছড়ী মৌজার হেডম্যান বলেন—তাঁহাদের পূর্ব পুরুষরা একই চাকমা রুপে আরাকানে চা-কিং ব্রা নামীয় স্থানে ছিলেন। চাকমাদের পিড়াভাংগা গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সংস্কারের কারণে অনেকে যেমন মিষ্টি কুমড়া বীজ বপন করে না, তাঁহাদের মধ্যেও ঐ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া এখণও ঐ মিষ্টি কুমড়া বীজ বপন করে না। ...এই ক্ষেত্রে আমরা অবগত হই যে, চাকমা, তংচংগ্যা, দৈনাক ও চাকরা বিভিন্ন সম্প্রদায়রুপে পরিচিত হইলেও মুলতঃ একই চাকমা জাতি।"...X

অনেকে চাক ও চাকমারা একই জাতি বলিয়া ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারণ চাকমারা নিজেদের নিকট 'আচাক' নামে পরিচিত। অপরদিকে

X চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত। পৃঃ ৮৮-৯৪

চাকমারা নিজেদের বলেন 'চাংমা'। আচাক ও চাকমা শব্দের মধ্যে কোন রূপ মিল নাই। এই ক্ষেত্রে ধারনা করিতে পারি যে ব্রহ্মদেশীয় Thek শব্দটি উচ্চারণগত পার্থক্য হেতু 'চাক' হইয়া সাক শব্দের সহিত দৈবাৎক্রমে এক হইয়া গিয়াছে। তবে উহা খুবই লক্ষ্যণীয় যে ব্রহ্মদেশে চাকমাদের অতীত ইতিহাসের সহিত (দেংগাওয়াদী আরেদফুং চাকমা জাতি, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোকে) চাকদের ঐতিহাসিক ঘটনা বহু মিল রহিয়াছে।

রাংগামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্‌ষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'গিরিনির্ঝর' (১ম বর্ষ ২য় বর্ষ সংখ্যা/ফেব্রুয়ারী ১৯৮২) এ চাক উপজাতি (পরিচিতি) প্রবন্ধে মং মং চাক চাকদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মিঃ চাক কোন গ্রন্থ হইতে তাহাদের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। আমার মনে হয় তিনি ও আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থ 'দেংগাওয়াদী আরেদফুং' হইতে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন যাহাহোক নিম্নে তাহার বর্ণনার কিছু অংশ এখানে সন্নিবেশিত করিলাম।

"আরাকান রাজ মাংভিলুর পুত্র রাজা মাংথির শাসন আমলে সাক রাজার নাম ছিল য়েংচো। তাঁর রাজধানী ছিল মিছাগিরি। রাজা য়েংচোর সময় আরাকান রাজা মাংথি নাবালক ছিলেন। এই রাজ্য শাসনেরভার প্রধান মন্ত্রী কোরেংগ্রীর উপর অর্পিত ছিল। মন্ত্রী কোরেংগ্রী তখনকার দিনে জ্ঞানে বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি রাজ্যের লামুর শাসনকর্তার পরামর্শ ক্রমে এক অদ্ভুত উপায়ে মিছাগিরি আক্রমনের পরিকল্পনা করেন। সাক রাজা য়েংচো ছিলেন সাধাসিধা এবং সরল প্রাণ লোক। তাঁর সরলতার সুযোগ বুঝে আরাকানী মন্ত্রী কোরেংগ্রী রাজা য়েংচোকে যুদ্ধে পরাস্ত করার জন্য এক বুদ্ধি বের করলেন। তিনি চারজন মুখ্য সেনাপতির নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনীকে সাজালেন এবং প্রতি সেনা দলে একজন দূতের সংগে আরাকানী রাজ বংশের রূপে গুনে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠা এক একজন সুন্দরী

যুবতীকে বিভিন্ন পথে রাজা য়েংচোর কাছে পাঠাইলেন। প্রত্যেক দূতের হাতে একই সারমর্মের এক একটি চিঠি ছিল। চিঠির বিষয় বস্তু ছিল "আরকান রাজ সাক রাজার সহিত যুদ্ধ করতে চান না। বরঞ্চ তিনি তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করতে চান এবং তাঁর সম্মতি পেলে লংক্রাক শহর থেকে রাজা মাংথির ভগ্নী ব্রাহ্মীকে পত্নী হিসাবে উপহার দিতে আগ্রহী" উপরোক্ত চিঠিগুলি নিয়ে চারজন দূত চারটি দলে থেকে বিভিন্ন পথে মিছাগিরি অভিমুখে রওনা হলো. ঐ সময় রাজা য়েংচোর রাজধানী মিছাগিরি জয় করতে হলে একটি বিশেষ নগরে প্রবেশ করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। দূতের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সাহসী দূত ছিলেন সাংতাং। তিনি সর্বাগ্রে ঐ বিশেষ পথে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মিছাগিরি নগরে ঢুকে পড়েন এবং রাজা য়েংচোকে অভিবাদন পূর্বক তাঁর হাতে রাজা মাংথির লেখা চিঠিখানি তুলে দেন। ঐ চিঠিখানি পড়ে রাজা য়েংচো এতই আনন্দিত হয়ে পড়েন যে, আরকানী দূত সাংতাংকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ. স্বর্ণালংকার এবং হস্তী উপহার দেন। তিনি আরাকান রাজার চিঠির উত্তরে বলেন, তিনি মাংথির ভগ্নী রাজকুমারী ব্রাহ্মীকে সাদরে পত্নীরূপে পেতে চান। তবে তিনি বিয়ের আগে রাজকুমারী ব্রাহ্মীর রূপ দেখতে ইচ্ছুক। তিনি আরও বলেন যে আগামী ৬৯৫ মঘী সনের তাপোথেয় মাসের ১২ তারিখ (আনুমানিক ১৩৩৩ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখ) তাঁর রাজ দরবারে জাঁকজমকের সাথে বিরাট একটা মেলা বসবে। ঐ মেলায় যোগদানের জন্য তিনি রাজা মাংথি এবং তাঁর ভগ্নী ব্রাহ্মীকে সাদরে আমন্ত্রন জানালেন। আরাকানী দূত সাংতাং রাজা য়েংচোর কাছে থেকে এই সংবাদ নিয়ে রাজা মাংথির কাছে ফিরে গেলেন।

এরপর নির্ধারিত ১২ তারিখের মেলার জন্য রাজা য়েংচো উৎসাহের সাথে বিপুল আয়োজনে লেগে গেলেন। অন্যদিকে ঐ দিন মিছাগিরি আক্রমনের জন্য আরাকান মন্ত্রী কোরেংগ্রী গোপনে সমস্ত সৈন্যদেরকে মিছাগিরি অভিমুখে পাঠালেন। দেখতে দেখতে নির্ধারিত দিনটি এসে গেল। রাজা

য়েংচো সাদর আগ্রহে রাজা মাংথি এবং তাঁর ভগ্নী রাজ কুমারী ব্রাহ্‌মীর মিছাগিরিতে শুভাগমনের অপেক্ষায় রইলেন। নির্দিষ্ট দিনে ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্য সহ রে অং নামক জনৈক আরাকানী সেনাপতির সাথে রাজকুমারী ব্রাহ্‌মী মিছাগিরিতে পদার্পন করলে রাজা য়েংচো তাঁর রুপ দেখে মুগ্ধ হন এবং সানন্দে তাকে পত্নী হিসাবে বরণ করে নেন। ইতি-মধ্যে আরাকানের মুল সেনাবাহিনী চারিদিক থেকে মিছাগিরি অবরোধ করে ফেলে এবং রাজকুমারী ব্রাহ্‌মীর সাথে আগত সৈন্যরা হঠাৎ রাত্রে রাজ প্রসাদ আক্রমণ করে বসে। এতে রাজা য়েংচো অনন্যোপায় হয়ে আরাকানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। তাঁর দুই রাণী দুইপুত্র (মধ্যমও কনিষ্ঠ) এবং দুই কন্যাও আরাকানীদের হাতে বন্দী হন। একমাত্র তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চোচুং তাঁর অনুগত সৈন্যদেরকে নিয়া মিছাগিরি থেকে পুর্ব দিকে সুদুর বার্মা রাজ্যে পালিয়ে যান এবং সেখানে বর্মী রাজার আশ্রয় লাভ করেন। এদিকে সস্ত্রীক রাজা য়েংচোকে বন্দী অবস্থায় আরাকান রাজ্যে নেওয়া হলে আরাকান রাজ মাংথি তাঁকে হত্যা না করে ক্যথকা রাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। তিনি রাজা য়েংচোর জ্যোষ্ঠ কন্যা চেমেস্থ্যাইনকে বিয়ে করেন এবং মধ্যম রাজপুত্র চৌপ্রুকে মিঙ্‌ রাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। কনিষ্ঠা রাজ কন্যার সাথে আরাকানী মন্ত্রী কোরেংগ্রীর পুত্রের বিয়ে হয় এবং কনিষ্ঠ রাজপুত্র চে তুংকে কাঙ্‌ রাজ্যের শাসনভার দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে রাজপুত্র চোপ্রু কিছু প্রজা নিয়ে জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার মত পুর্ব দিকে বার্মা রাজ্যে চলে যান।

এভাবে সুবিখ্যাত সাক রাজ্য ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দের দিকে ভেংগে যায়। কথিত আছে যে পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ পুত্র কিছু সংখ্যক প্রজা নিয়ে আরাকানের উত্তর পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন''।

উল্লেখিত তথ্য অনুসারে চাকমা ও চাকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার মুল কারণ সম্ভবত আরাকানী ভাষায় রচিত

CULTURAL INS

আরাকান ইতিহাস 'দেংগাওয়াদী আয়েদফুং' এর অনুবাদ কর্ম। কেননা উল্লেখিত আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থ যিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তিনি Thek or Sak শব্দটিকে চাকমা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন কারণ বর্মীরা চাকমাদের Thek বা Sak বলিয়া থাকেন। অনুরুপভাবে চাকদের ও বর্মীরা Sak বলিয়াছেন। তাই সম্ভবত চাকরা ও এই ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম নিজেদের বলিয়া মনে করেন।

বিংবদন্তী মূলে জানা যায় যে অতীতে কোন এক সময় চাকমারা আরাকানের কোলাদনে বসবাস করিতেন। এই কোলাদন নামক স্থানটি সম্পর্কে Lt. Col. T. H. Lewin উল্লেখ করিয়াছেন, "On the 7th of December (1865-66) we safely reached Dalakmay, a village on the Koladan, consisting of about fifty houses inhabited by Arakanese British subjects, and at that time the extreme frontier village of Arakan.....

I learned that not far from Dalakmay was a range of hills called Kyouk-pandong the summit of which formed a large level plateau, where existed the ruins of a large city, relics of some by gone dynasty, Dr khilu assured me that he had himself seen the ruins of temples there. surrounded by fruit trees such as only grow near the habitation of man, but he added, "No one lives there now, save the ogres (rakas) and spririts of the woods (nats.) The great king lived there longer than long ago"..... X

X A Fly on the Wheel. Page 157 - 158

অনুরূপ ভাবে অতীতে কোন এক সময় কোলাদনে চাকদেরও বসতি ছিল বলিয়া Lorenz G. Lofiler লিখিয়াছেন যেমন—"The Chaks trace their previous abode at Chakyandong in koladain hill in Arakan where they were, it is said, about 11000 families who lived under a chief of their own. There were sign of 10,000 houses made of bamboo and 1000 houses made of wood at Chakyandong for a long time. ...xx

উল্লেখিত সকল তথ্যের আলোকে চাক এবং চাকমাদের অভিন্ন বলিতে গেলে যেমন সন্দেহ থাকিয়া যায় তেমনি ভিন্ন বলিতে গেলেও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়।

চাক বা চেক সম্পর্কে বিরাজ মোহন দেওয়ান তাঁহার প্রণীত চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, "চম্পার রাজকুমার বিজয়-গিরির প্রতিষ্ঠিত রাজ্যই ছিল ব্রহ্মদেশে প্রথম চাকমা রাষ্ট্র।

অনুরূপ বৃত্তান্ত বৌদ্ধ জাতকসাহিত্যে ও উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সময় জনৈক চম্পা রাজকুমার বহু অনুচরবর্গ সহ সমুদ্র পথে তাম্র লিপ্ত (বর্তমান তমলুক) হইয়া ব্রহ্মদেশে (প্রাচীন সুবর্ণভূমি) রওনা হইয়াছিলেন। কর্ণেল ফেইরী লিখিত ব্রহ্মের ইতিহাসেও অনুরূপ মতবাদ দৃষ্ট হয়।..... পরিশেষে যাঁহারা স্থায়ীভাবে ব্রহ্মদেশে থাকিতে চাহেন তাঁহাদের চাক-চেক আখ্যা প্রদান করা হয়।"

চাকমাদের পৌরাণিক উপখ্যানের চম্পক নগর এবং উল্লেখিত চম্পা একই স্থান কিনা তাহাও গবেষণার বিষয়, তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চম্পা (Champa) একটি সুপ্রাচীন রাজ্য। চীনা রেকর্ডে যাহাকে Lin-Yi বলা

XX Chakma Und Sak, Page 87.

হইয়াছে। (বর্তমান Annam) ১৯২ খৃঃ পূঃ চীনা শক্তিকে পরাভূত করিয়া চম্পা একটি স্বাধীন রাজ্য পরিণিত হয়। এই চম্পা রাজ্যের অধীবাসীরা চাম নামে পরিচিত। ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি চম্পা ভারতীয় প্রভাবে আসে।

"Champa came under Indian influence later than Funan, in around the middle of the fouth century A. D. when Champa absorbed the Funanese Province of Panduranga (modern phan Rang). Tall towers of kilned brick in Phan-Rang, Nha Trang, Qui Nhon, Quang Tri and Da Nang in South Vietnam are surviving vestiges of the once powerful cham Kingdom. Champas Expansion southward in the areas previously controlled by Funar may have introduced the Chams to Indian culture The kings of Champa assumed the Pallava style, their names endng with Varman, as Bhadravarman, who built the first temple of Hindu God, Siva .....

Today about 40,000 Southern Vietnamese and about 85 000 Kampuchean chaim cham encestry X.....

====

উপসংহারঃ

চাকমাদের আদি নিবাস কিংবদন্তীমুলে চম্পক নগর বলিয়া জানা যায়। কিংবদন্তীমূলতঃ জনশ্রুতি বা পৌরাণিক উপখ্যান, যাহার কোন প্রামাণ্য

X...South east Aaia by D, R, Sar Desai, 1981, page 23,24.

দলিল নাই। থাকিলেও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে চাকমাদের কিংবদন্তীর সত্যতা বিচার করিতে হইলে চাকমাদের মুল জনগোষ্ঠীর (Mongoloid) প্রাচীন ইতিহাস, নৃতত্ব, তাহাদের গতি বিধি, আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, ধর্ম প্রভৃতি উপর নির্ভর করিতে হইবে। এবং চাকমাদের সহিত মংগোলীয় জনগোষ্ঠির অন্যান্য জাতি উপজাতিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে সেই গুলিকে প্রামান্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

চাকমারা সুদুর অতীতকাল হইতে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। Dr. Heinz Bechert এর মন্তব্য অনুসারে নৃতাত্বিক বিচার চাকমারা দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার লোক হইয়া থাকিলে প্রাচীন Tai এবং Shan দের গোত্রীয় হিসাবে চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী।

চাকমাদের সংস্কৃতি মুলতঃ দক্ষিণ পুর্ব এশিয় শান বা শ্যাম দেশীয় সংস্কৃতির সহিত সাদৃশ্যপুর্ণ। বর্তমানে Indo-Mongoloid জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোক হিসাবে চাকমাদের সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রন ঘটিয়াছে।

চাকমাদের অতীত জীবনের প্রকৃত তথ্য, ঘটনা বা ইতিহাস উদঘাটন করিতে হইলে দীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন। সম্ভাব্য বিভিন্ন পুস্তক পড়িবার যেমন প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তেমন কতিপয় দেশ ভ্রমন করিবার ও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বিশেষত বার্মা, থ্যাইল্যাণ্ড, নেপাল, ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও অধিবাসীদের সম্পর্কে জানিবার লক্ষ্যে এই সকল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সরেজমিনে দেখিবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বৃহত্তর মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জাতি উপজাতিদের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকমাদের যে সকল সাদৃশ্য রহিয়াছে সেইগুলিকে প্রামান্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করিয়া চাকমাদের আদিরূপ নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

আলোচিত সকল তথ্যের আলোকে আমি মনে করি নৃতাত্বিক বিশ্লেষণে চাকমারা মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোক এবং সম্ভবত Thai বা Shan দেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ।

ঘত্তৰ্ণ॥

ঘাৰ্ণ মৰ্ণৰি ৰিঘৌ তৰেত্ৰ ৰুঘ্ৰ পঘ
নত্ত্ৰ নাৰঘ্ৰৰ্ণৰেত্ৰ ঘৰ্ণৰ্ণত্ত ৰঘ্ৰ ৰুঘ্ৰ
পঘ ঘাৰ্ণ ৰ্ণৰ্ণ ৰ্ণৰ্ণৰ্ণঘৰ্ণত্ত্বঘ্ৰ ৰৰ্ণত্ত্ব।
নত্ত্ব তো ঘৰ্ণৰ্ণৰি ৰ্ণৰ্ণৰ্ণঘৌ ৰুৰ্ণত্ত্ব ঘো ৬৪
ৰোঘৌ ৰিঘ্ৰ তৰেত্ৰ ৰ্ণৰ্ণ-ৰ্ণৰিঘ্ৰৰ্ণ
ৰেৰ্ণৰ্ণত্ত্বঘ্ৰ ত্ত্ব ঘ্ৰৰ্ণত্ত ঘৰ্ণঘ্ৰ। ৰ্ণৰিত্ত্ব
ৰেৰেত্ৰ তৰেত্ৰ ৰ্ণঘ্ৰ ৰ্ণৰ্ণ ৰ্ণৰ্ণত্ত্ব ৰ্ণত্ত্ব
ৰে নত্ত্ব ৰ্ণৰ্ণত্ত্ব মৰ্ণঘ্ৰ ঘ্ৰ ৰ্ণৰ্ণ॥
নত্ত্ব ৰ্ণৰ্ণৰ্ণ ঘৰ্ণৰ্ণত্ত মৰ্ণ ৰ্ণৰ্ণত্ত ৬০
মৰ্ণৰ্ণে ৰিঘ্ৰ ৰুৰ্ণত্ত্ব ৰ্ণৰ্ণৰ্ণঘৌ ৰ্ণৰ্ণ-
ঘোঘৰ্ণত্ত্ব ৰ্ণঘৌৰ্ণত্ত ৰ্ণৰে ৰেৰ্ণঘৌ
ৰ্ণৰ্ণ ৰ্ণঘৌৰে ত্ত্বিঘৰ্ণত্ত নঘৰ্ণৰ্ণত্ত্ব ৰ্ণ।
নঘৰ্ণত্ত ঘৌৰে ৰ্ণৰিত্ত্ব নত্তৰ্ণত্ত ৬৬
ৰ ৰ্ণৰ ৰ্ণৰে। ৰ্ণৰ্ণ্ব ঘৰ্ণত্ত ৰ্ণৰ্ণ্বৰেত্ত
ৰ্ণৰ্ণ ত্ত্ব ঘৰ্ণত্ত ৰেঘৌ ৰি ৰ্ণঘ্ৰ ঘৰ্ণৰ্ণ
ৰ্ণৰ্ণ ত্ত্বত্ত ঘৰ্ণত্ত্ব ৰ্ণৰ্ণৰেত্ত ত্ত্বত্ত ৰেৰ্ণত্ত
ত্তৰে ঘৰ্ণৰ্ণ। নঘৰ্ণত্ত ঘৌৰে তৰেত্ত ৬৭
ৰ্ণৰ্ণ্ব ৰ্ণৰে ঘৰে তো ৰেৰ্ণঘৌ